

পাপাঙ্কুশা একাদশী তথি

আশ্বনি শুক্লাপক্ষীয়া পাশাঙ্কুশা একাদশী মাহাত্ম্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত আছে। যুধিষ্ঠির বললেন- হে মধুসূদন! আশ্বনি শুক্লপক্ষে একাদশীর নাম কি? তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে রাজেন্দ্র! আশ্বনির শুক্লপক্ষীয়া একাদশী ‘পাপাঙ্কুশা’ নামে প্রসিদ্ধ। কটে কটে একে পাপাঙ্কুশাও বলে থাকেন। এই একাদশীতে অভিস্ট ফল লাভের জন্য মুক্তদিতা পদ্মনাভের পূজা করবে।

শ্রীহরির নাম-সংকীর্তন দ্বারা পৃথিবীর সর্ব তীর্থের ফল লাভ হয়। বদ্ধ জীব মোহবশত বহু পাপকর্ম করেও ভগবান শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়ে প্রণাম নবিদেনে নরকযাতনা থেকে রক্ষা পায়। এই একাদশীর মহিমা শোনার ফলে নদীরাণ্ড যমদণ্ড থেকে মুক্তি লাভ হয়।

শ্রীহরবাসর ব্রতের মতো ত্রিভুবনে পবিত্রকারী আর কোন বস্তু নেই। হাজার হাজার অশ্বমেধে যজ্ঞ এবং শত শত রাজসূয় যজ্ঞ এই ব্রতের শতভাগের একাংশের সমান হয় না। এই ব্রত পালনে স্বর্গবাস হয়। মুক্তি, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য, সুপত্নী, বন্ধু প্রভৃতি অনায়াসে লাভ করা যায়।

হে রাজন! গয়া, কাশী এমনকি কুরুক্ষেত্রও শ্রীহরবাসর অপেক্ষা পুণ্যস্থান নয়। হে ভূপাল! একাদশী উপবাস ব্রত করে রাত্রি জাগরণ করলে অনায়াসে বসিঁগুলোকে গতি হয়। এই পাশাঙ্কুশা ব্রতের ফলে মানুষ সর্বপাপ মুক্ত হয়ে গোলোকে গমন করতে সমর্থ হয়।

এই পবিত্র দিনে যিনি স্বর্গ, তলি, গাভী, অন্ন, বস্ত্র, জল, ছত্র, পাদুকা দান করেন, তাকে আর যমালয়ে যেতে হয় না। যারা এসকল পুণ্যকার্য করে না, তাদের জীবন কামারশালার হাপরের মতো বফিল। নষিঁঠার সাথে এই ব্রত পালনে উচ্চকুলে নরিগে ও দীর্ঘায়ু শরীর লাভ হয়।

অতঃপাশাচারীও যদি এই পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠান করে তবে সেও রত্নাব নামক মহাযন্ত্রনা থেকে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠসুখ লাভ করে। কৃষ্ণভক্তি লাভই শ্রীএকাদশী ব্রতের মুখ্য ফল। তবে আনুষাঙ্গিকরূপে স্বর্গ, ঐশ্বর্যাদি অনতিফল লাভ হয়ে থাকে।

